গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়াকৃত "কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮" সম্পর্কে

আইন কমিশনের মতামত :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইন, সংস্থা ও রেজিস্ট্রেশন অধিশাখার বিগত ০৩/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪১.০১.০০০০.০৪৪.২২.০০৫.১৮.১৩৪৬ স্মারকমূলে প্রেরিত **"কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮"** এর খসড়াটি আইন কমিশন বিশদ পর্যালোচনা করেছে । পর্যালোচনান্তে কমিশন নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করছে:

ভূমিকা:

নারী কয়েদিদের বিশেষ সুবিধা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে **"কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন- ২০০৬"** প্রণীত হয়। পশ্চিমের উন্নত দেশসহ প্রতিবেশী ভারত ও শ্রীলঙ্কাতেও নারী কয়েদিরা বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, আজো বাংলাদেশের কারাগারগুলো নারী কয়েদিদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, সাজা ভোগ করার পর পুরুষ কয়েদিদের পক্ষে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে ফিরে যাওয়া যতটা সহজ, নারী কয়েদিদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হয় না। ২০০৬ সালে প্রণীত মূল আইনটিকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় **"কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮"** এর খসড়া ইতোমধ্যে প্রস্তুত করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসণীয় একটি উদ্যোগ।

খসড়ার সাধারণ পর্যালোচনা :

প্রস্তাবিত **"কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮"** পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রস্তাবিত বিধিতে চারটি অধ্যায় রয়েছে-প্রথম অধ্যায়ে প্রারম্ভিক বিষয় হিসেবে বিধির সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং সংজ্ঞা; দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েদিদের বিশেষ সুবিধা প্রদান প্রক্রিয়া ; তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবেশন অফিসার নিয়োগ, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি; চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবেশন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত "কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮ " এর খসড়ায় থাকা সাধারণ ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা:

১। প্রস্তাবিত **"কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮"** পর্যালোচনায় দেখা যায়, এর খসড়ার সাথে কয়েদিদের তালিকা সংক্রান্তে ফরম-১, ফরম-২, ফরম-৬; বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র সংক্রান্তে ফরম-৫, প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্তে ফরম-৭, বিশেষ সুবিধা বাতিলের লক্ষ্যে প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্তে ফরম-১১, বিশেষ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা সংক্রান্ত ফরম-৪, বিশেষ সুবিধার আওতাধীন নারী কয়েদিদের পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত ফরম-৯, শর্ত লঙ্ঘণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের ফরম-১০ সংযুক্ত নেই। ফরমগুলো সন্নিবেশিত না থাকায় তুলনামূলক পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় নাই।

২। মূল আইনের ২ নং ধারায় আদালত, কয়েদি, কারাগার, জেলা কমিটি, জাতীয় কমিটি, প্রবেশন অফিসার, বিশেষ সুবিধা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু পুনরায় প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ২(২) নং বিধিতে আদালত, ২(৩) নং বিধিতে কয়েদি,২(৪) নং বিধিতে কারাগার, ২(৫) নং বিধিতে জাতীয় কমিটি, ২(৬) নং বিধিতে জেলা কমিটি, ২(৮) নং বিধিতে প্রবেশন অফিসার, ২(৯) নং বিধিতে বিশেষ সুবিধার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয়। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ২(৩) নং বিধিতে কয়েদির সংজ্ঞায় 'যে কোন অপরাধে কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীকে বুঝাইবে' এর পরিবর্তে 'যে কোন অপরাধে কারাদন্ড ভোগরত নারীকে বুঝাইবে' দেওয়া যেতে পারে।

৩। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ২(১) নং বিধিতে 'আইন' বলিতে **"কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন- ২০০৬ "** কে বুঝাইবে উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায়, ২(৫), ২(৬), ২(৮), ২(৯) নং বিধিগুলোতে 'আইন' শব্দের পূর্বে 'এই' শব্দটি অতিরিক্ত দেয়া অপ্রয়োজনীয়।

৪। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ৩ নং বিধিতে প্রবেশন অফিসার ধারা ৪ অনুসারে কারাদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের তালিকা তৈরি করবেন উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন আইনের ধারা তা সুস্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা নিরসনে ধারা শব্দের

পূর্বে ‘ আইনের’ শব্দটি যুক্ত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে, ৫নং বিধিতে ‘ ধারা ৩’ শব্দের স্থলে ‘ আইনের ধারা ৩’ শব্দটি সংযোজন করা যেতে পারে।

৫। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ৫(২) নং বিধিতে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিশেষ সুবিধা প্রপ্তির যোগ্য কয়েদির ‘শারীরিক সক্ষমতা ও বয়স’ ৫ নং বিধির নতুন উপদফা ৫(২)(ঙ) হিসেবে বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যুক্ত করা প্রয়োজন।

৬। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ১১ নং বিধিতে মুক্তিপ্রাপ্ত নারীদের পর্যবেক্ষনের ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উদাহরনস্বরূপ, অসদাচরন, অপরাধের পুনরাবৃত্তি, বৃত্তিমূলক কাজ করছে কিনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৭। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ১১(৩) নং বিধিতে বিশেষ সুবিধার আওতায় আসা নারীকে ১৫ দিনে একবার এর পরিবর্তে মাসে একবার দেওয়া যেতে পারে, কেননা সাজাপ্রাপ্ত নারী কয়েদিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সময়ের প্রয়োজন।

৮। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ১২ নং বিধিতে বিশেষ সুবিধার আওতায় আসা কোন নারী শর্ত লঙ্ঘন করলে উক্ত শর্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রবেশন অফিসার জাতীয় কমিটি, বা ক্ষেত্রমত জেলা কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন উল্লেখ আাছে। বিশেষ সুবিধার আওতায় আসা কোন নারী শর্ত লঙ্ঘনের কাজটি কারারুদ্ধ বা মুক্ত অবস্থায় করল কিনা বিষয়টি বিধিতে সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া, মুক্ত অবস্থায় শর্ত লঙ্ঘন করলে প্রাকৃতিক বিচারের নীতি(principle of natural justice) অনুযায়ী প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট নারীকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। কারন দর্শানোর জবাবে সংশ্লিষ্ট নারী শর্ত লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি হবে না দাবি করলে তাকে সুবিধা বাতিলের পূর্বে তার বক্তব্য শ্রবণ করা এবং সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।

৯। প্রস্তাবিত খসড়া বিধিসহ মূল আাইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ১৫ নং বিধিতে প্রবেশন অফিসারের নাম পৃথক ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, **বাংলাদেশে শিশু আইন, ২০১৩** এবং **The Probation of Offenders Ordinance, 1960** আইনে প্রবেশন অফিসার নিয়োগসহ দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিধান বর্ণিত রয়েছে। যেহেতু **“কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন- ২০০৬”** এর বিধান অনুযায়ী কারাদন্ডে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করা হয়, সেহেতু অত্র আইনের আওতাধীন প্রবেশন অফিসারের কাজের ক্ষেত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করার স্বার্থে প্রবেশন অফিসারের নাম

"কারা প্রবেশন অফিসার" দেওয়া যেতে পারে । প্রস্তাবিত খসড়া বিধির তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'সাজাপ্রাপ্ত নারীদের জন্য প্রবেশন অফিসার নিয়োগ, দায়িত্ব ও কর্তব্য' দেওয়া প্রয়োজন।

১০। প্রস্তাবিত খসড়া বিধির ১৭নং বিধির বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে ১৭(ণ) তে 'হস্তশিল্প' যুক্ত করা যেতে পারে। ১৭(খ) তে উল্লিখিত সূচীশিল্পের পরিবর্তে 'সূচীকর্ম' দেওয়া যেতে পারে এবং ১৭(চ) তে উল্লিখিত 'কাপড়ের ফুল তৈরি' এর পরিবর্তে 'কাগজসহ নানা উপকরণের কৃত্রিম কাপড়ের ফুল তৈরি' দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, সফল প্রশিক্ষণ শেষে বিশেষ সুবিধার আওতায় আসা নারীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সনদ প্রদান করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত ' "কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা বিধিমালা, ২০১৮ " এর খসড়ায় থাকা বিধিওয়ারী সাধারন ত্রুটিসমূহ ও সুপারিশের ছকঃ

ক্রমিক	বিধিসমূহ	আাইন কমিশনের সুপারিশ	সুপারিশের যৌক্তিকতা
১।	২(২) নং বিধি, ২(৩) নং বিধি,২(৪) নং বিধি, ২(৫) নং বিধি , ২(৬) নং বিধি, ২(৮) নং বিধি, ২(৯) নং বিধি	খসড়া বিধিতে উল্লিখিত বিধিসমূহের সংজ্ঞা কর্তন করা প্রয়োজন।	মূল আইনের ২ নং ধারায় আদালত, কয়েদি, কারাগার, জেলা কমিটি, জাতীয় কমিটি, প্রবেশন অফিসার, বিশেষ সুবিধা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বিধায় খসড়া বিধিতে পুনরায় সংজ্ঞা প্রদান অপ্রয়োজনীয়।
২।	২(৫), ২(৬), ২(৮), ২(৯) নং বিধি	২(৫), ২(৬), ২(৮), ২(৯) নং বিধিগুলোতে 'আইন' শব্দের পূর্বে 'এই' শব্দটি কর্তন করা প্রয়োজন।	অপ্রয়োজনীয়।
৩।	৩ নং বিধি	প্রবেশন অফিসার ধারা ৪ অনুসারে কারাদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের তালিকা তৈরি করবেন উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন আইনের ধারা তা সুস্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে ধারা শব্দের পূর্বে 'আইনের' শব্দটি যুক্ত করা যেতে পারে।	অস্পষ্টতা নিরসনার্থে।

৪।	৫নং বিধি	৫নং বিধিতে ‘ ধারা ৩’ শব্দের স্থলে ‘ আইনের ধারা ৩’ শব্দটি সংযোজন করা যেতে পারে।	অস্পষ্টতা নিরসনার্থে।
৫।	৫(২) নং বিধি	৫(২) নং বিধিতে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য কয়েদির ‘শারীরিক সক্ষমতা ও বয়স’ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে নতুন উপদফা ৫(২)(ঙ) যুক্ত করা প্রয়োজন।	অধিকতর কার্যকর পরিকল্পনার করার স্বার্থে।
৬।	১১ নং বিধি	মুক্তিপ্রাপ্ত নারীদের পর্যবেক্ষনের ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।	কাজের সুবিধার্থে সুনির্দিষ্টকরণ এবং অধিকতর বোধগম্য করার স্বার্থে।
৭।	১১(৩) নং বিধি	বিশেষ সুবিধার আওতায় আসা নারীকে ১৫ দিনে একবার এর পরিবর্তে মাসে একবার দেওয়া যেতে পারে।	স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তিসংগত সময়ের প্রয়োজন।
৮।	১২ নং বিধি	শর্ত লঙ্ঘনের কাজটি কারারুদ্ধ বা মুক্ত অবস্থায় করল কিনা বিষয়টি বিধিতে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। তাছাড়া, মুক্ত অবস্থায় শর্ত লঙ্ঘন করলে প্রাকৃতিক বিচারের নীতি (principle of natural justice) অনুযায়ী প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট নারীকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। কারণ দর্শানোর জবাবে সংশ্লিষ্ট নারী শর্ত লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি হবে না দাবি করলে তাকে সুবিধা বাতিলের পূর্বে তার বক্তব্য শ্রবণ করা এবং সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন	অধিকতর বোধগম্য এবং প্রাকৃতিক বিচারের নীতি করার স্বার্থে।

৯।	১৫ নং বিধি	প্রবেশন অফিসারের নাম পৃথক ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। প্রবেশন অফিসারের নাম **"কারা প্রবেশন অফিসার"** দেওয়া যেতে পারে।	কাজের সুবিধার্থে সুনির্দিষ্টকরণ এবং অধিকতর বোধগম্য করার স্বার্থে।
১০।	১৭নং বিধি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে ১৭(ণ) তে 'হস্তশিল্প' যুক্ত করা যেতে পারে। ১৭(খ) তে উল্লিখিত সূচীশিল্পের পরিবর্তে 'সূচীকর্ম' দেওয়া যেতে পারে এবং ১৭(চ) তে উল্লিখিত 'কাপড়ের ফুল তৈরি' এর পরিবর্তে 'কাগজসহ নানা উপকরণের কৃত্রিম কাপড়ের ফুল তৈরি' দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, সফল প্রশিক্ষণ শেষে বিশেষ সুবিধার আওতায় আসা নারীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সনদ প্রদান করা যেতে পারে।	অধিকতর কার্যকর এবং বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করার স্বার্থে।

(স্বাক্ষরিত)
০১/০৮/২০১৮
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

(স্বাক্ষরিত)
০১/০৮/২০১৮
(বিচারপতি এ, বি, এম, খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন